হাইতির প্রাপ্য শোধে ফ্রান্সকে তাগাদা

দিলরুবা শাহানা

দারিদ্র দূর্যোগ ইত্যাদি ছাড়া হাইতি সম্পর্কে বলার তেমন কিছুই নাই। এরই মাঝে গত কয়েক মাস(৭/৮মাস প্রায়) আগে ভূমিকম্পে দরিদ্র দেশ হাইতির জানমাল সবকিছুর অবর্ণনীয় ক্ষতি হয়। শুধু ২৫০,০০০ মানুষই প্রাণ হারিয়েছে। পুরোদেশ এক ধ্বংসের যজ্ঞপুরী। সে ক্ষতি পোষানোর জন্য প্রয়োজন সমগ্র বিশ্বের উদার সাহায্য সহযোগিতা। গত মার্চমাসে আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার কন্‌ফারেন্সে দেশটিকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি ছিল ৫.৯বিলিয়ন অষ্ট্রেলীয় ডলার। প্রতিশ্রুত সাহায্যের কনা মাত্র হাইতিকে দেওয়া হয়েছে।

মাত্র পাঁচটি দেশ ৫৬৭মিলিয়ন অষ্ট্রেলীয় ডলার সাহায্য পাঠিয়েছে, দেশগুলো হল ব্রাজিল, নরওয়ে, অষ্ট্রেলিয়া, কলম্বিয়া ও এস্তোনিয়া।

দেশটি দরিদ্র তবে তাদের সাহসী চেতনার ফসল ফরাসী কলোনিয়াল দাসপ্রথার শৃংখল থেকে মুক্তি ছিনিয়ে নেওয়া। সে বহুদিন আগের কথা তখন হাইতির নাম ছিল সেইন্ট ডমিনিক। হাইতির মানুষদের দাস হিসাবে খাঁটিয়ে মুনাফার পাহাড় গড়ে তুলছিল ফরাসীরা। দাস শোষণের কারনে হাইতি ছিল ফরাসীদের সবচেয়ে বেশী লাভজনক কলোনী বা উপনিবেশ। তবে কতদিন মানুষ মাথা নীচু করে মুখ বুজে থাকবে? ফরাসী ঔপনিবেশিক দাসত্বের বিরুদ্ধে দাসেরা বিদ্রোহ করলো ১৭৯১সালে। লড়াই চললো প্রায় চৌদ্দ বছর। হাইতির মানুষেরা ১৮০৪ সালে নেপোলিয়নের সৈন্যবাহিনীকে হারিয়ে পৃথিবীর বুকে প্রথম ব্ল্যাক রিপাবলিক প্রতিষ্ঠা করেন।

হাইতি মুক্তি আদায় করলে কি হবে ফ্রান্সের ধূর্ত দাসমালিকরা দাস হারানোর ক্ষতি পূরণ দাবী করলো তাদের কাছে। তারপর ফ্রান্সের রাজা দশম চার্লস হাইতির কাঁধে ১৫০মিলিয়ন গোল্ড ফ্রাঙ্ক 'ইন্ডিপেন্ডেন্স ডেট' নামের এক অদ্ভুত জবরদস্তীমূলক ক্ষতিপূরণের দায় চাপিয়ে দিল। যা ছিল হাইতির বার্ষিক রাজস্ব আয়ের দশ গুণ বেশী। এই অন্যায় বিবেকহীন ঋণের দাবী হাইতির মানুষ দীর্ঘদিন লাগিয়ে পূরণ করেছে। তারা ১৮২৫থেকে শুরু করে ১৯৪৭সাল নাগাদ এই জুলুম করে চাপিয়ে দেয়া দেনা শোধ করেছে।

যে হাইতির মানুষরা দাস প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ফরাসী উপনিবেশের কবল থেকে নিজের দেশ ও নিজেদের মুক্ত করেছিল তাদের কাছ থেকেই 'স্বাধীনতার ঋণ' আদায় করা হয়; আজকের দিনে যার মূল্য ২৪.২বিলিয়ন অষ্ট্রেলীয় ডলার। ভাবতে অবাক লাগে যে তখন এমন ঘৃন্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার মত বিবেকবান কণ্ঠ কি পৃথিবীর কোনায় কোনায় ছিল না?

যখন ১৮২৫সালে দাসহারানোর জন্য ফরাসী দাসমালিকরা দারিদ্রপীড়িত হাইতির কাছে ক্ষতিপূরণ আদায়ে মত্ত তখন কিন্তু পৃথিবীতে দাসপ্রথা বেআইনী।

হাইতি এই অন্যায় ভাবে আদায় করা অর্থ ফেরত চেয়ে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে মামলাও করেছিল। ফরাসী মদদে ২০০৪সালে হাইতির সরকারকে উৎখাত করা হলে ঐ অর্থ আদায়ের মামলা বাদ দিয়ে দেওয়া হয়।

ঐ পুতুল সরকার কার স্বার্থে অর্থ আদায়ের মামলা চালিয়ে যাওয়া বাদ দিয়েছিল? যারা পুতুল সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল অবশ্যই তাদের স্বার্থে। কারা তাদের ক্ষমতায় বসিয়েছিল? ফ্রান্সের মদদ অবশ্যই।

আজ পৃথিবীতে বিবেকবান কণ্ঠ আছে তাই ভূমিকম্পে চরম দূর্দশাগ্রস্ত হাইতির পূণর্গঠনে যখন দরকার ৫.৯বিলিয়ন অষ্ট্রেলীয় ডলার তখন একাডেমিক নোয়াম চমস্কি, কানাডার এ্যাক্টিভিস্ট নাওমী ক্লেইন, আফ্রিকান-আমেরিকান নাগরিক অধিকার এ্যাক্টিভিস্ট কর্নেল ওয়েস্ট ও বেশ ক'জন ফরাসী দার্শনিক ফ্রান্সকে আহ্বান করেছেন হাইতির ২৪.২ বিলিয়ন অষ্ট্রেলীয় ডলার ফেরত দিতে। তারা বলছেন ফ্রান্স হাইতির ন্যায্যা অর্থ ফেরত দিলে সাহায্য ও দান যতটুকু পাওয়া যায়নি সে ঘাটতি পূরণ হবে ।

অনেকেই জানেনা কলোনিয়ালিজমের ছোবল কেমন ছিল? ফ্রান্সের কলোনিয়াল কামড়ে আজও হাইতির মত অসহায় দরিদ্রদেশে ন্যায্যা পাওনার কথা বলে যে সরকার তাকে উৎখাত করা হয়, রক্ত ঝরে । colonialism still bleeds.

হাইতিতে ১২ই জানুয়ারী ২০১০ ভূমিকম্প যে গভীর ক্ষতি সাধন করেছে, যে কষ্টে মানুষ পড়েছে তা থেকে বাঁচার জন্যই ঐ অর্থ তাদের দরকার।

ফ্রান্সকে ঐ অর্থ ফেরত দেওয়ার আহ্বানে আরও স্বাক্ষর করেছেন ইউরোপ, কানাডা ও ফিলিপিনের পার্লামেণ্টারিয়ানরা।

পৃথিবীতে বিবেকের কণ্ঠ জাগ্রত আছে এখন। তারা গর্জনে সোচ্চার নন, জ্ঞান ও তথ্যের ভিত্তিতে ক্ষোভে ও ধিক্কারে তারা প্রকাশ করেন তস্করদের কুকীর্তি , অসহায় মানুষের পক্ষ থেকে তুলেন নায্য পাওনা শোধের দাবী ।

*'গার্ডিয়ানে' প্রকাশিত একটি খবরের আলোকে লিখিত